দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 21 FEB 2007
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

মাদ্রাসা ও প্রাক্তন ছাত্রদের অভিমত

শায়খুল হাদীসের মাদ্রাসা দখল বিশেষ মহলের বানোয়াট প্রচারণা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হকের মাদ্রাসা দখল শীর্ষক প্রতিবেদনের প্রতিবাদে বলা হয়েছে দৈনিক যুগান্তরে ২০ ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত প্রতিবেদন মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ধারণাপ্রসূত। কারো প্ররোচনায় বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে। প্রতিবাদে, প্রতিবেদনের নেপথ্যে যারা ভূমিকা রেখেছে তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলা হয় দাবীর সপক্ষে তারা যেন যৌক্তিকতার প্রমাণ পেশ করেন। অবশ্য তাদের যৌক্তিকতার প্রমাণ তাদের জন্যই বুমেরাং হবে।

জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসার পক্ষে মাদ্রাসার অফিস সম্পাদক মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক এবং মাদ্রাসার অর্ধশতাধিক প্রাক্তন ছাত্র পৃথক পৃথক প্রতিবাদে উপরিউক্ত বক্তব্য রাখেন।

জামিয়া রাহমানিয়ার প্রতিবাদ

গতকাল দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত "শায়খুল হাদিসের মাদরাসা দখল" শীর্ষক প্রতিবেদনটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। দীর্ঘ এই প্রতিবেদনটিতে জঘন্য মিথ্যাচারের মাধ্যমে শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হকের চরিত্র হননের অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমকুল শিরোমণি ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের ওপর স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও নানা প্রকার অনিয়মের যে হাস্যকর মিথ্যা ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বানোয়াট। কারো প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়েই প্রতিবেদনে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। প্রতিবাদে বলা হয়, উল্লিখিত সকল অপবাদ ও অপপ্রচারে যারা নেপথ্য ভূমিকা পালন করছেন, সাহস থাকলে শীর্ষ ওলামাদের সম্মুখে আপনাদের দাবীর যৌক্তিকতার প্রমাণ পেশ করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। যদিও নেপথ্য ভূমিকা পালনকারীদের জন্য তা বুমেরাং হবে।

জামি'আ রাহমানিয়া মাদ্রাসার অর্ধশতাধিক প্রাক্তন ছাত্র এক বিবৃতিতে বলেছে, যে পত্রিকাটি শায়খুল হাদীস সম্পর্কে অসত্য তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তা বানোয়াট ও ধারণাপ্রসূত। সম্পূর্ণ সংবাদটিই বিশেষ কোন মহলের বিশেষ ইঙ্গিতে তৈরী তা পাঠক মাত্রই বুঝতে সক্ষম। প্রতিবেদনটি কোন বিশেষ মহলের হীনস্বার্থ সংরক্ষণে হিংসার বশবর্তী হয়ে তৈরী করে তা প্রকাশ করা হয়েছে।

ছাত্ররা আরো বলেন, বিগত সময়ের চিহ্নিত মহলটি শায়খুল হাদীসকেই মাদ্রাসা থেকে সরিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। অথচ আজ বলা হচ্ছে শায়খুল হাদীস মাদ্রাসা দখল করেছেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন, মাওলানা মুফতী মিজানুর রহমান, মুফতী মতিউর রহমান, মাওলানা মোস্তফা হোসেন, মাওলানা আসাদুল্লাহ, মাওলানা ফারুক আহমদ, মাওলানা আঃ মুকিত, মাওলানা জিল্লুর রহমান, মাওরানা আবু নোমান, মাওলানা সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।